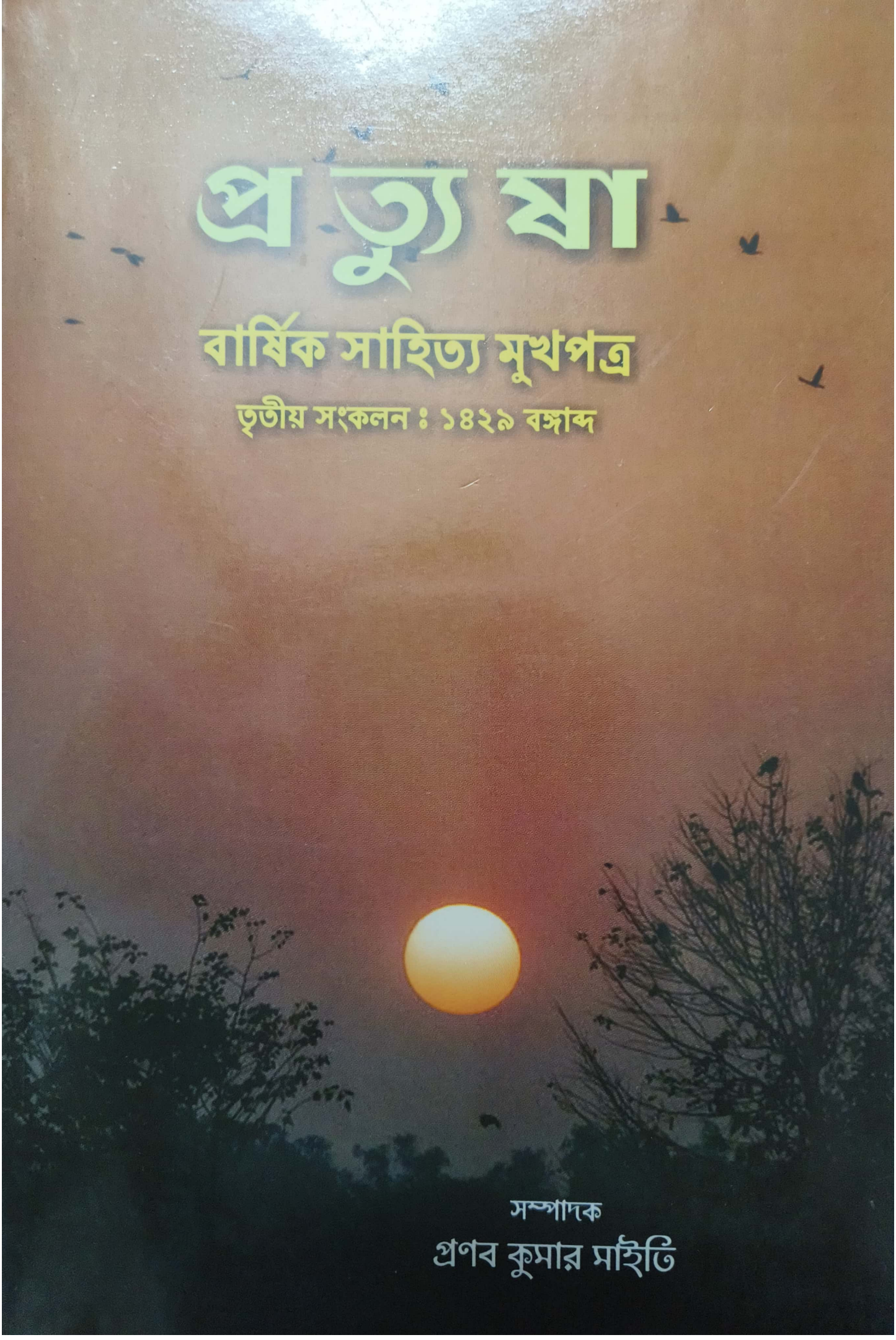

Scanned with OKEN Scanner

রবীন্দ্র কবিতায় দলিত সম্প্রদায়

তীর্থরাজ বিশ্বাস

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। মানবজীবনের এমন কোনো ভাবনা নেই যা বাদ পড়েছে রবীন্দ্রকাব্যে। বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে ভাগ করলে দেখা যায় যে, তাঁর কাব্যে আছে প্রকৃতিকেন্দ্রিক কবিতা, আছে পাহাড়, পর্বত, নদী-নালা আছে হৃদয়হীন লোভী মানুষ, আছে গরিব দুঃখী শ্রমজীবী, ব্রাত্য, অপাঙ্‌ক্তেয় দরিদ্র মানুষ। রবীন্দ্রনাথ সর্বশ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী কবি। সৌন্দর্য, প্রেম, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, দেশকালের গণ্ডীহীন উদার মানবতাই তাঁর কাব্যের মূল সুর। এই মানবতাবাদী ভাবনা থেকেই তাঁর কবিতায় এসেছে, দরিদ্র, ব্রাত্য, দলিত মানুষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও ভালোবাসা। শ্রমনির্ভর মানুষের চিত্র উপস্থাপনের সময় রবীন্দ্রসহানুভূতি বর্ষিত হতে দেখি দলিত মানুষদের উপর। 'শিশুতীর্থ' কবিতার ৫ নং অংশে দেখি ধনী, দরিদ্রে, ব্যবসায়ী, চাষী, নানান শ্রেণি ও বৃত্তির মানুষ চলেছে একত্রে নবজাত যীশুকে দেখার জন্য -

"দয়াহীন দুর্গম পথ উপলখণ্ডে আকীর্ণ
ভক্ত চলেছে তার পশ্চাতে,বলিষ্ঠ ও শীর্ণ
তরুণ এবং জরাজর্জর, পৃথিবী শাসন করে যারা
আর যারা অর্ধাশনের মূল্যে মাটি চাষ করে"।

শেষ পংক্তির বর্ণনাটি আমার মন ছুঁয়ে যায়। পরবর্তীকালে রাজা ও-রানী নাটক পড়ার সময় একটি অংশে দেখতে পাই শ্রমজীবী মানুষের এমন প্রসঙ্গ। নাটকের চরিত্র দেবদত্তের সংলাপ –

'চিরদিন কেটে গেছে অর্ধাশনে যার
আজও তার অনশনে হলনা অভ্যাস
এমনই আশ্চর্য'।

তীর্যকভঙ্গীর এই সংলাপটিতে কৃষক শ্রেণির মানুষের মর্মযন্ত্রণার অনেকটাই উঠে আসে এখানে। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পে রাইচরণের ত্যাগ - নিজের পুত্রকে মনিবের পুত্র বলে মনিবকে সমর্পণ করে সে মর্মযন্ত্রনায় ভোগে ও মনিবের বাক্যশেল হজম করে। এছাড়া 'চিত্রা' কাব্যের 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় কেষ্টর কষ্ট আমাকে নাড়া দেয়। শিল্পসৃষ্টির আদিলগ্ন থেকেই রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় সমাজকাঠামোয় তথাকথিত ব্রাত্যশ্রেণিরূপে চিহ্নিত অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষের জীবনযাত্রা, সংস্কার তথা চেতনার বিশিষ্ট পরিচয় তুলে ধরতে প্রয়াসী। কবি এক জায়গায় স্বীকার করেছেন 'আমি

*গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়